দৈনিক বাংলা

তারিখ 2/11/81

পৃষ্ঠা

114

দেশবাসী খাল কাটার সুফল পাচ্ছে : সাত্তার

ফরিদপুরে তৃতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী উদ্বোধন

(ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

ফরিদপুর, ১লা নভেম্বর।— অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার আজ এখানে দেশব্যাপী তৃতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাশ্রমে খালখনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে কোমরপুর-ধুলেদী খালখননের মাধ্যমে তিনি মওসুমের এই খালকাটা কর্মসূচীর সূচনা করলেন।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে দেশে প্রথম খালখননের কাজ শুরু করেন। তিনি এই বছর ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার শিবালয়ে কাশাদহ খাল খনন উপলক্ষে দেশবাসীকে সারা বছর চাষাবাদের জন্যে সেচের পানি সঞ্চয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৮০ সালের পহেলা নবেম্বর দিনাজপুরে দ্বিতীয় পর্যায়ের খাল খনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। গত দুবছরে এ পর্যন্ত সারা দেশে এক হাজার দশটি খালখনন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের তথ্যানুযায়ী, এতে দেশে একশ কোটি টাকারও বেশি বাড়তি ফসল উৎপাদিত হয়েছে।

কোমরপুর-ধুলেদী খাল খনন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসমাবেশে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট দেশবাসী বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি এই তৃতীয় পর্যায়ের খালকাটা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই খাল খনন কর্মসূচীর ফলে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। খাদ্য ঘাটতি কমশ কমে আসছে।

বিচারপতি সাত্তার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, দেশবাসী ইতিমধ্যেই এই খাল খননের সুফল পেতে শুরু করেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ আজ খালকাটার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে।

তিনি বলেন : শহীদ প্রেসিডেন্ট

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার রোববার ফরিদপুরে তৃতীয় পর্যায় খাল খনন উদ্বোধন করেন

সাত্তার

(১ম পৃঃ পর)

জিয়ার এই খাল খনন কাজে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। গত দুবছরই সরকার খালকাটার যে টার্গেট নিয়েছিলেন তা ছাড়িয়ে গেছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কোমরপুর-ধুলেদী খালখননের কাজ অতি দ্রুতসম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

কোমরপুর-ধুলেদী খাল খনন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান এবং ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব এস এম এ বাকারও বক্তৃতা করেন।

জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান তার বক্তৃতায় বলেন : প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশব্যাপী যে স্বনির্ভর বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন আজকের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার তা এগিয়ে নিয়ে চলছেন। তিনি বলেন, বিচারপতি সাত্তার আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে খাল খনন, স্বনির্ভর ও গ্রামে গ্রামে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির বিপ্লব অব্যাহত থাকবে। তিনি তৃতীয় পর্যায়ের খালকাটা কর্মসূচী ফরিদপুর থেকে শুরু করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

পাঁচ মাইল দৈর্ঘ্যের এই কোমরপুর-ধুলেদী খাল খনন প্রকল্প শেষ হলে প্রকল্প এলাকায় সরাসরি ২০টি গ্রামের আট হাজার লোক উপকৃত হবে। এতে বছরে অতিরিক্ত এক হাজার মন ধান এবং এক হাজার মন গম উৎপাদিত হবে। খালে সম্ভব হবে মাছের চাষ। দুপাড়ে গড়ে উঠবে শাক-সবজি এবং সারবান ও ফলবান গাছের বাগান। এই খাল খননের প্রস্তাবিত চার লাখ ৭৫ হাজার দশ টাকা ব্যয়ের মধ্যে সরকার অনুদান দিয়েছেন ৭১ হাজার দশ টাকা। এই খাল খনন কাজে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান করছে জেলার ৩৮টি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন সংস্থার সদস্য।